(৫৫)
এ.ডি.
রিলিজ
আপনি কি দুর্বল চিত্ত?
তবে এ ছবি আপনার জন্য নয়
এ.এল. প্রোডাকসন্স লিঃর
সংঘাত-শঙ্কাকুল
সংকেত
শ্রেষ্ঠাংশে
অশরীরী প্রেত

এ, এল প্রোডাকশন্স লিঃ এর লোমহর্ষক চিত্র নিবেদন

=সংকেত=

সংগঠণকারী

প্রযোজনা : এ, এল, প্রোডাকশন্স লিঃ
কাহিনী ও সংলাপ :
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সুরসৃষ্টি : কালোবরণ
সঙ্গীত অনুস্থতি : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
গীতিকার : আশাদেবী, নবেন্দু ঘোষ
চিত্রায়ণ : সন্তোষ গুহরায়
ঐ সহযোগী : তারক দাস
ঐ (বহিদৃশ্য) : অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়
শব্দগ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশ তত্ত্বাবধান :
ভোলা চট্টোপাধ্যায় (ভি, সি)
শিল্প নির্দেশ : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনায় তত্ত্বাবধানে :
নির্মল তালুকদার
ব্যবস্থাপনা : জিতেন গল
সম্পাদনা : বিশ্বনাথ নায়ক
রূপসজ্জা : রামু
সাজসজ্জা : নারায়ণ
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : প্রভাস ভট্টাচার্য্য
প্রচার : চুনীবল, ফণী মুখোপাধ্যায়
পরিস্ফুটনা : ফিল্ম সার্ভিসেস

রসায়নাগারাধ্যক্ষ : অবণী রায়
স্থিরচিত্র : ষ্টীল ফটো সার্ভিস
পরিবেশনা : এসোসিয়েটেড
ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ

—সহকারী—

পরিচালনা : নবেন্দু ঘোষ
পিনাকী মুখোপাধ্যায়
চিত্রায়ণ : অমিয় সেন
শব্দগ্রহণ : দেবেশ ঘোষ
মৃনাল গুহঠাকুরতা
শিল্পনির্দেশ : সুবোধ দাস
সম্পাদনা : অজিত গঙ্গোপাধ্যায়
শম্ভু নাথ দে
ব্যবস্থাপনা : ভবানী ঘোষ
বৃন্দাবন দাস
রূপসজ্জা : গণেশ
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : কমল, কেষ্ট, নরেশ,
পাচু ও মনোরঞ্জন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
হিমাংশু রঞ্জন দে
মেসার্স বার্গার্ড এণ্ড জেজার্ড শিলং

রূপশ্রী ষ্টুডিয়োতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়
সহযোগী : সুনীল মজুমদার

—রূপায়ণে—

দীপ্তিরায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, কেষ্টধন মুখোপাধ্যায়, প্রীতিধারা, জীবেন গাঙ্গুলী, নরেশ বসু, রেবা দেবী, আদল চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, রাজকুমার মল্লিক, দ্বিজেন ঘোষ, বুবি মুখোপাধ্যায়, পাঁচুবাবু, নারায়ণ বাবু, জীতেন গল ও অশরীরী প্রেত

M. S. Mukherjee

(কাহিনী সংক্ষেপ)

জীবনে এমন হয়তো ঘটে না!

কিন্তু কে বলতে পারে সে কথা? ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সহকারী লাইব্রেরিয়ান শশাঙ্ক মিত্রই কি এমন কোনোদিন কল্পনা করেছিল? তাই চন্দনপুরের জমিদার কুমার বিজয়নাথ রায়ের জন্য বই আনতে গিয়ে যে বিভীষিকা সে দিবা দ্বিপ্রহরে দেখতে পেল—তা এক মুহূর্ত্তে যে কোনও লোককে পাগল করে দিতে পারে!

শশাঙ্ক পাগল হ'ল না বটে, কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ল, ডাক্তার বললে চেঞ্জে যান।

কোথায় যাবে চেঞ্জে? ভেবে কিছু স্থির করবার আগেই যেন কোনো অলক্ষ্য লোক থেকে নির্দ্দেশ এল : দার্জ্জিলিং।

কিন্তু লাইব্রেরীতে যে বিভীষিকা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো—চলন্ত দার্জ্জিলিং মেলে হল তার পুনরাবির্ভাব। অপরিসাম আতঙ্কে পাশের লেডীজ্ কম্পার্টমেণ্টে গিয়ে সে মূর্ছিত হ'য়ে পড়ল।

সে গাড়ীতে একাকিনী চলেছিল জয়ন্তী, সেও দার্জ্জিলিং চলেছে। পথ বেঁধে দিলো বন্ধনহীন গ্রন্থি।

দুজনের স্বপ্ন গড়ে উঠল দার্জ্জিলিংয়ের অপরূপ প্রকৃতির কোলে। কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারছায়ায় বার্চহিল্ আর বটানিক্সের মোহাচ্ছন্ন মুহূর্ত্তগুলিতে।

কিন্তু দার্জ্জিলিং থেকে বিদায় নেবার আগে জয়ন্তীর আঙ্গুলে একটী আংটী দেখল শশাঙ্ক। বিচিত্র এই আংটী এই নাগাঙ্গুরীয়।

জয়ন্তীর মার কাছ থেকে আংটীর ইতিহাস শুনল শশাঙ্ক। আসামের অতীত কাহিনীর ভিত্তিতে একটী রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্ত। নাগবংশের বহুমূল্য রত্নমুকুটের সন্ধান। আর সঙ্গে সঙ্গে শশাঙ্কের সামনে থেকে রহস্যের একটা জাল সরে গেল যেন। শুরু হ'ল চন্দনপুরের জমিদার বিজয়নাথ রায়ের সঙ্গে তার জীবণ-মরণ প্রতিযোগিতা।

* * * *

নাগ মুকুট চাই। জয়ন্তীকে বঞ্চনা করে বিজয় এই মুকুট নিতে চলেছে। তা কিছুতেই হতে দেওয়া যাবে না

বিজয় আর শশাঙ্কের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটল শিলংয়ে গিয়ে। বিজয়ের যোগ্য সঙ্গী তার ভৃত্য নিধিরাম। খুন-জখম, চুরি বাটপাড়িতে

সিদ্ধহস্ত। তার ছোরার ঘায়ে শশাঙ্ক লুটিয়ে পড়ল ট্রেনের কামরায়। পথ নিষ্কণ্টক হয়েছে মনে করে বিজয় চলল মুকুটের সন্ধানে।

আসামের এক দুর্গম পার্বত্য-অঞ্চলে নাগরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। চারদিকের ঘণ অরণ্যে মৃত্যুর রাজত্ব। সেখানকার সহস্র দীর্ন মুক্ত-কেশীর মন্দিরে পূজা করে ভৈরবমূর্ত্তি এক তান্ত্রিক। বংশানুক্রমিক নিয়মে তান্ত্রিক অপেক্ষা করে আছে—কবে আসবে নাগবংশের পঞ্চবিংশ পুরুষ, নিয়ে আসবে নাগ অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞান। আর সেইদিন তান্ত্রিক তাকে দেখিয়ে দেবে প্রেতগুহার পথ—দেখিয়ে দেবে নাগমুকুটের আশ্রয়স্থল।

অনেক দুঃখের মধ্যদিয়ে বিজয় এসে দাঁড়ায় তান্ত্রিকের সামনে।—প্রভু, নাগমুকুটের সন্ধান দিন আমাকে।—তোমার অভিজ্ঞান কই? কই নাগ অঙ্গুরী? শাণিত জিজ্ঞাসা তান্ত্রিকের। অভিজ্ঞান নেই! তান্ত্রিক চীৎকার করে বলে, শঠ, প্রবঞ্চক! মিথ্যে আশা করে এসেছো। মুকুট তুমি পাবে না।

পাবনা! এতটা পথ এমন পরিশ্রম আর দুঃখের মধ্য দিয়ে এসে এভাবে ফিরে যাব।—নাঃ—কখনো না। ক্রোধে উত্তেজনায় বিজয়ের মুখ কুটিল হ'য়ে ওঠে: মুকুট আমার চাই।

সোজা রাস্তায় হবে না। শয়তান বিজয় শয়তাণীর ফাঁদ পাতে।

তান্ত্রিকের পালিতা কন্যা মহামায়া। বনচারিণীর মতো স্বচ্ছন্দ গতিতে ঘুরে বেড়ায় পাহাড়ে-জঙ্গলে। বিজয় প্রেমের অভিনয় শুরু করে মহামায়ার সঙ্গে। জাগিয়ে তোলে তার ঘুমন্ত হৃদয়কে। দিনের পর দিন প্রলুব্ধ করে, মুঠোয় এনে ফেলে মহামায়াকে।

সেই সর্ব্বনাশা প্রলোভনের টানে ভালোমন্দ সব ভুলে যায় মহামায়া। বাপের আদেশ অমান্য করে বিজয়কে দেখিয়ে নিয়ে চলে প্রেতের ছায়াভরা প্রেতগুহার পথ।

অন্ধকার রাত্রিতে—ভয়াবহ আতঙ্কের মধ্য দিয়ে বিজয় আর মহামায়া এসে দাঁড়ায় সেই বহুবাঞ্ছিত নাগমুকুটের সন্মুখে।

কিন্তু মুকুট নিতে দেবে না মহামায়া, হাত বাড়িয়ে পথরোধ করে বিজয়ের। বলে, প্রতিজ্ঞা স্মরণ করো। প্রেতগুহার প্রেতকে সাক্ষী রেখে দাও আমাকে ধর্ম্মপত্নীর সম্মান। তার আগে তোমায় মুকুট নিতে দেব না।

প্রতিজ্ঞা! হাঁ—প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে বই কি বিজয়! পকেট থেকে বের করে রিভলবার। মহামায়ার রক্তমাখান কলঙ্কিত হাতে নাগমুকুট হরণ করে চোরের মতো পালিয়ে যায় বিজয়!

কিন্তু পালালেই কি চলে? প্রেত-পাহাড়ের প্রহরী সোমদত্ত তো এত সহজেই তাকে নিষ্কৃতি দেবে না! ক্ষমা করবে না নিহতা মহামায়ার আত্মা! মুকুটতো তাকে নিতে দেবে না লোকান্তরিত সঞ্জয় নাথ রায়ের প্রেত!

বিজয়ের পিছে পিছে অনুসরণ করে অমানুষিক আতঙ্ক। প্রেত লোকের ছায়ামূর্ত্তির দল। তাকে খেতে দেয় না, ঘুমুতে দেয় না—বিশ্রাম দেয় না। ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে পালিয়েও তার নিস্তার মেলে না।

রক্তমাখা হাতে পবিত্র নাগমুকুটকে স্পর্শ করেছে সে। তার মুক্তি নেই—তার ক্ষমা নেই!

* * * *

বিজয় যেন পাগল হ'য়ে যায়। সে নিষ্কৃতি চায়—নিষ্কৃতি চায় এই অসহ্য যন্ত্রনা থেকে, কিন্তু কি করে? একমাত্র যথার্থ অধিকারিনী জয়ন্তীকে নাগমুকুট ফিরিয়ে দিলেই হয়তো তার মুক্তি!

বিজয় ছুটে আসে শিলংয়ে শশাঙ্ক আর জয়ন্তীর কাছে।—মুকুট ফিরিয়ে নাও—আমায় বাঁচাও! কিন্তু!—

রক্ত কলঙ্কিত হাতে পবিত্র মুকুটকে সে স্পর্শ করেছে! তার ক্ষমা কোথায়? পাহাড়ের চূড়ো থেকে মৃত মহামায়ার রক্তমাখা মুখ অট্টহাসি করে ওঠে: হাঃ—হাঃ—হাঃ—।

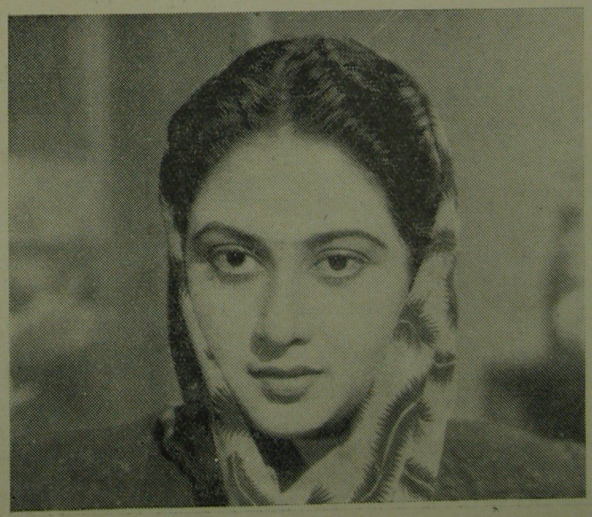

গান

(১)

প্রশান্ত গম্ভীর তুষার-মুকুটে জ্বলে আজ ঐ সোনালী সকাল
রঙ্গে রঙ্গে দিলো ডাক ঘরের বাঁধন ভেঙ্গে হিমানীর মধু মায়াজাল
ছায়া তরুর শ্যামল পাতায় জেগেছে মরমর
বনের বীণায় মনের বীণায় উটেছে তাই স্বরগো
কাজল কালো সজল কাহার নয়ন দুটি ভরে
অশ্রু শিশির হোল যে মন্থর
এলো এলো এলো সুদূরের ডাক সংশয় পিছে পড়ে থাক,
উধাও চলার ঝড়ে মেঘের তেপান্তরে উতরোল উতরোল হৃদয় হারাক্।
উচ্ছল উত্তাল ছন্দ
মুছে দিক সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব
ঝরো ঝরো ঝর্ণার কল কল তানে
মন তবে যাক্ ভেসে যাক্
প্রজাপতি জাগে ঘুমের পারে
আলোর দোলা লাগে বারে বারে
ফুলের নেশায় মেতে মাধবীর উল্লাসে
জোয়ার এলো আজি প্রাণের দ্বারে
অরূপের অভিসারে ওগো সহচর
মেঘের আসরে আজ আকাশ বাসর
অসীমের আহ্বানে দাও মেলে দাও ডানা
নীড়হারা মানস-মরাল।

(গান—আশাদেবী)

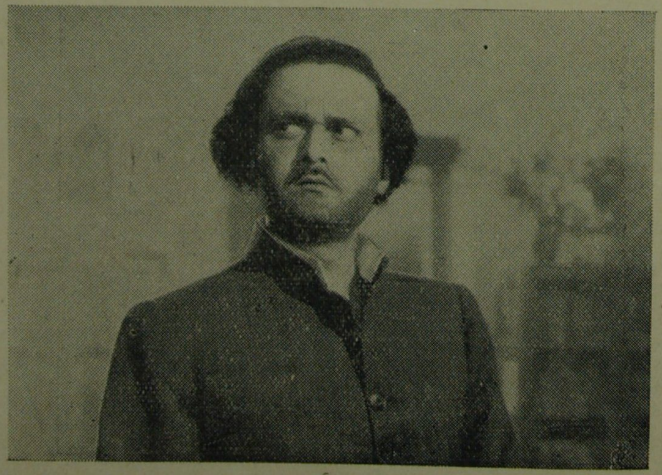

(২)

ওরে ও পাহাড় ঝরা আকুল করা
মাতলা ঝোরার জল্‌রে
মাতলা ঝোরার জল।
কোন চাঁদ গলানো রূপের আলোয়
করিস্ ঝলোমল রে
মাতলা ঝোরার জল্ রে
মাতলা ঝোরার জল।
ওরে ও.....
শাল সরলের বিজন ছায়ে
ঘুম পরিদের নূপুর পায়ে নূপুর পায়ে
ঝুমুর ঝুমুর নাচের তালে ছুটিস্ অবিরল—
মাতলা ঝোরার জল রে
মাতলা ঝোরার জল
তোর চলার গানে উতল হলো নীল পাখীদের পাখা
তোর উছল জলের কণায় কণায় তারার রেণু মাখাকে
তারার রেণু মাখা
নেইক বাধা—
তোর নেইক বাধা, নেইক মানা
অচিন্ দেশের নেই নিশানা,
তোর মন ভোলানো পথের ডাকে
আমায় নিয়ে চল
মাতলা ঝোরার জল
ওরে ও পাহাড় ঝরা আকুল করা মাতলা ঝোরার জল্‌রে
মাতলা ঝোরার জল্।
ওরে ও.....

(গান—আশাদেবী)

Tick Tick ঘড়ি কয়—Time Passes
মরীচিকা বারিধিতে তবু man—rushes
কুকুর কাঁদে আর বেড়াল হাসে
শেরের পিঠেতে বসে গর্দ্দভ গাহে গান—গাহে গান
আমরা দু'ভাই গাবো গান্
আমি আর ছোট ভাই
ম্যয় আউর ছোটে ভাই
আমরা দুভাই গাবো গান।
care করি না anybody
লাথ ওঁর insult মানে কি ?
বেয়াকুব বেশরফ shameless
কোন কাজে কাজী নই nameless Penyless
কিস্‌মৎ হায় হায় খান্ খান্
আমরা দু'ভাই গাবো গান্
আমি আর ছোট ভাই
ম্যয় অউর ছোটে ভাই
আমরা দু'ভাই গাবো গান্ ।

(গান—নবেন্দু ঘোষ)

মুদ্রণ—প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহন বাগান লেন, কলিকাতা-৪